দৈনিক খবর

তারিখ 17 JUN 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

উদয়ন স্কুলঃ পর্দার অন্তরালে

ঢাকা শহরে ভাল স্কুলে সন্তান-সন্ততিদের ভর্তি ও পরবর্তীতে তাদের উন্নতমানের লেখাপড়ার জন্য প্রত্যেক অভিভাবক দারুণ উৎকণ্ঠিত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজাত এলাকায় অবস্থিত উদয়ন বিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণীর একটি স্কুল বলে সকলেই গণ্য করেন। সম্প্রতি ঢাকা শহরের স্কুলগুলোর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ স্কুল' হিসেবে সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার কারণে উদয়ন বিদ্যালয়ের গৌরব নিঃসন্দেহে আরো বেড়েছে। তবুও পর্দার অন্তরালে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের আচার-ব্যবহার ও পাঠদানের কিছু নমুনা সম্পর্কে জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। এক জরিপে দেখা গেছে, কিছুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রী অভিভাবক/ অভিভাবিকাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। অভিযোগ উঠেছে ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ঠিকমত কিছুই পড়ানো হয় না। বরঞ্চ বাচ্চাদেরকে 'হোম টাস্ক' দিয়ে অভিভাবকদের উপর পুরো দায়িত্ব চাপানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অথচ ছাত্র বেতন কিন্তু কম নেয়া হয় না।

নার্সারী হতে একটু উপরের শ্রেণীর অবুঝ ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা উপকরণ যথা-- পেন্সিল, রাবার, কলম ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষয়িত্রীরা আর ফেরৎ দেয় না; চুপিসারে ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দেয় বলে বাচ্চারা অভিভাবকদেরকে জানিয়েছে। এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে। ফলে পুনরায় অভিভাবকদেরকে বিরক্তির সঙ্গে মূল্যবান শিক্ষা উপকরণগুলো কিনে দিতে হয়।

বৃষ্টির দিনে কোন পরীক্ষা থাকলে ঢাকা শহরের দূর-দূরান্ত হতে টেলিফোনে খোঁজ নেয়া হলে ভুল তথ্য দেয়া হয় এবং অনেক সময় স্কুলে কেউ টেলিফোন ধরে না। সম্প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল সারাদিন। টেলিফোনে জানা গেল বাচ্চাদের ষান্মাসিক পরীক্ষা হবে। গুলশান হতে স্কুল গেটে নীলক্ষেতে বাচ্চা নিয়ে ভিজতে ভিজতে পৌছুলে বলা হয় 'আজ পরীক্ষা হবে না।'

শ্রেণী শিক্ষিকার কাছে যে বাচ্চারা প্রাইভেট পড়ে তাকে পরীক্ষার খাতায় বেশী নম্বর দেয়া হয় এবং প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেভাগেই বলে দেয়া হয়।

কিছুসংখ্যক শিক্ষিকা অভিভাবকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার বাচ্চাদের প্রাইভেট পড়াবেন কী-না। ৫০০ টাকা হতে ১০০০ টাকার বিনিময়ে নার্সারী হতে উপরের ক্লাসে প্রাইভেট পড়ানো হয়। শিক্ষাদানের পরিবর্তে নার্সারীর বাচ্চাদেরকে অহেতুক শিক্ষায়িত্রীরা ধমকায়।

ক্লাস ওয়ার্কের খাতাগুলো বাচ্চাদেরকে সহজে ফেরত দেয়া হয় না। বার বার তাগিদ দেয়ার পর খাতাগুলো সংশোধনী ছাড়াই ফেরৎ দেয়া হয়। পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশ্নপত্র বুঝিয়ে দেয়া হয় না। পরীক্ষার হলে নীচের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমত খাতা জমা দিচ্ছে কী-না তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা লক্ষ্য করে না। বাচ্চাদের পরীক্ষার খাতার লুজ শীটগুলো পিনআপ করা হয় না। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। পরীক্ষা চলাকালীন বাথরুমে যাবার নাম করে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র স্কুলের সদর গেটে পেরিং এসে তার মাকে একটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে পুনরায় ভিতরে চলে যায়। এই দৃশ্যটি গেটের বাইরে অপেক্ষমান অভিভাবক/ অভিভাবিকারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে।

আসন সংখ্যার অতিরিক্ত বাচ্চাদের ডোনেশন নিয়ে ভর্তির ফলে স্কুলে শ্রেণী কক্ষে স্থান সংকুলান না হওয়ার ফলে অনেক শিশু দাঁড়িয়ে ক্লাস করে। কক্ষগুলো অন্ধকার ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নেই। অথচ নতুন ভবন নির্মাণ কাজের জন্য প্রতিবছর স্কুল কর্তৃপক্ষ ডোনেশন নিয়ে থাকেন।

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। কতিপয় শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্মে অমনোযোগিতার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে তা কারো কাম্য নয়। আরো অনেক ঘটনা দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণসহ আমাদের জানা আছে যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হলে এই প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতি হবে। উদয়ন স্কুলের ভাবমূর্তি আর যাতে নষ্ট। না হয় সেজন্য বর্ণিত বিষয়গুলো 'জনস্বার্থে তদন্তের জন্য' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয়ে অনুরোধ রাখছি।

মোঃ কামরুল হাসান
৭, গুলশান, ঢাকা।